KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

ঔপনিবেশিক মেদিনীপুর জেলার যোগাযোগ পরিকাঠামোঃ ডাক পরিষেবার পত্তন ও প্রসার

সন্দীপ মান্না
পি. এইচ. ডি. গবেষক ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ:-

পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডাক ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক কালপর্বে মেদিনীপুরের যোগাযোগ পরিষেবার অভিন্ন অঙ্গ ছিল ডাক। ডাক ব্যবস্থার পত্তন ও ডাক পরিষেবার বিস্তার মেদিনীপুর জেলাতে ঔপনিবেশিক সময় পর্বে বিশেষভাবে দেখা যায়। মধ্য 19 শতক থেকে এর জয়যাত্রা শুরু। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল আলোচ্য পর্বে মেদিনীপুরের ডাক ব্যবস্থার বিবর্তন তুলে ধরা।

মূল শব্দ: ঔপনিবেশিককাল, ডাক পরিষেবা, মেদিনীপুর জেলা, উনবিংশ ও বিংশ শতক, ক্রম বিবর্তন।

যোগাযোগ যা সমন্বয় সম্পাদনে সাহায্য করে ও বিনিময় পরিষেবাকে ত্বরান্বিত করে। কোন স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট এলাকার বিবর্তনের ধারা পথে এক অলঙ্ঘনীয় ভুমিকা রেখে যায়। সংশ্লিষ্ট স্থানের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিকাশে যোগাযোগ পরিকাঠামোর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। মেদিনীপুরের মতো কৃষি নির্ভর জেলাতে এই কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। কৃষি সামগ্রী পরিবহনের কাজে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহায়ক হয়ে থাকে। রাস্তা, টেলিগ্রাফ ও রেলপথ ছাড়াও ঔপনিবেশিক পর্বে মেদিনীপুরে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পরিকাঠামো হল ডাক ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে ডাক পরিষেবা চালুর ক্ষেত্রে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং ও লর্ড ডালহৌসি অবদান সব থেকে বেশি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বনিকরা কলকাতাতে ১৭২৭ খ্রীঃ পোস্ট অফিস প্রতিষ্টা করে।[i] সি. আর.ব্যানার্জী তাঁর গ্রন্থে ('Early Postal Services in Calcutta') উল্লেখ করেন, লর্ড ক্লাইভ যে পোস্ট পরিষেবার সূচনা করেছিলেন তা নতূন ভাবে পুনঃগঠিত করেন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং। প্রথমে 'ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি' পরিচিত ছিল 'ক্যালকাটা জেনারেল পোস্ট অফিস' নামে। এটি পি. জি. এম এর অধীন ছিল (প্রতিষ্ঠাঃ ৩১ মার্চ, ১৭৭৪ খ্রীঃ)। একটি ডাক অফিস বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে তৈরি হত, যথা মুখ্য ডাক বাহাক, গ্রাম ডাক বাহাক, ডাক বহনকারী ব্যক্তি, লেটার বক্স এর জন্য একজন ব্যক্তি, একজন চিঠিপ্ত্র মোড়ককারী ব্যক্তি।[ii] ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ভারতে আধুনিক ধাঁচের ডাক পরিষেবা চালু হয় ১৮৫৪ খ্রীঃ এ লর্ড ডালহৌসির সময়কালে (১৮৪৮-১৮৫৬ খ্রীঃ)। ডালহৌসির পূর্বে ভারতের ডাক পরিষেবা ছিল দুর্নীতিযুক্ত, সমগ্র চিঠি বিনিময়ের কার্যক্রমে সময়ের বিলম্ব হত এবং চিঠি পাঠানোর কোন নিদিষ্ট মূল্য নির্ধারিত ছিল না।[iii] ইতিপূর্বে তিনি ১৮৫০ খ্রীঃ একটি 'পোস্ট অফিস কমিশন'ও নিযুক্ত করেন, যে কমিশন এর পরামর্শে 'পোস্ট অফিস অ্যাক্ট XVII, ১৮৫৪ খ্রীঃ চালু হয়। এক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে একটি দ্রুত যোগাযোগ পরিকাঠামো প্রতিস্থাপন করা। সেই সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রনকে শক্তিশালী করা ছিল লর্ড ডালহৌসির লক্ষ্য। অবশ্য এই ডাক পরিষেবা ভারতবাসীর কাছে বেশ লাভজনক হয়েছিল। বিশেষত 'পেনি

পোস্ট' এর মাধ্যমে। এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে খুব কম খরচে চিঠিপত্র যে কোন স্থানে পাঠানো যেত।[iv] আর এক্ষেত্রে খরচে পরিমান হয়েছিল আধ আনা, যেখানে আগে ২ পয়সা বা আরও বেশি ছিল (এক টাকা পর্যন্ত) এবং সেই সঙ্গে দুরত্ব অনুয়ায়ী ডাক মাশুলেরও তারতম্য হত। ইতিপূর্বে দূরে চিঠি পাঠাতে হলে একজন দক্ষ ভারতীয় শ্রমিকের চার দিনের সমান অর্থ খরচ হত।[v] ডাক কেন্দ্র শুধু চিঠিপত্র পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত হত না, এখান থেকে স্থানীয় ব্যাংক এর পরিষেবাও পাওয়া যেত, যা আজও অক্ষুন্ন ও ধারাবাহিকতার সঙ্গে বর্তমান রয়েছে।

হেনরি রিকেটস এর রচনায় (১৮৫৮ খ্রীঃ) মেদিনীপুরের চিঠিপত্র আদান প্রদানের বর্ণান পাওয়া যায়। জেলা ডাক কেন্দ্র থেকে সকল সংগৃহীত চিঠিপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করা হত, সঙ্গে একটি রসিদও থাকত। সেই চিঠি ও রসিদ সরবরাহ করা হত শহরের দারোগাকে। চিঠিটি গ্রহণের পর শহরের দারোগাও রসিদ দিত গ্রহনের প্রমান হিসাবে। শহরের দারোগা সেই চিঠি নিজ এলাকায় সরবরাহের পাশাপাশি অন্য থানাকেও অবশিষ্ট চিঠি পাঠাতো। থানার দারোগার গৃহিত চিঠিগুলি ব্যক্তি বিশেষে পাঠাতো এবং সমগ্র বিষয়টি এক মাসের সময় এর মধ্যে হত। সমগ্র চিঠি সরবরাহ ব্যবস্থাটি সুষ্টভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য হেনরি রিকেটস তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা কর্তৃপক্ষ কৃতিত্ব দিয়েছেন।[vi] পরবর্তী বছরগুলিতে চিঠি পাঠানোর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে ডাকঘরের আয় ও খরচও বেড়ে যায়। ডব্বুলু ডব্বুলু হান্টার ডাক পরিষেবার সাহায্য চিঠি, কাগজপত্র ও বই সরবরাহের এক পূর্ণ পরিসংখ্যান দিয়েছেন। পাশাপাশি জেলার ডাক পরিষেবা থেকে মোট আদায়কৃত ও খরচকৃত অর্থের একটি তালিকা দিয়েছেন। নিম্নে তা দেওয়া হল[vii] -

বিষয়	১৮৬১-৬২ খ্রীঃ		১৮৬৫-৬৬ খ্রীঃ		১৮৭০-৭১ খ্রীঃ	
	গৃহিত	প্রেরণ	গৃহিত	প্রেরণ	গৃহিত	প্রেরণ
চিঠি	৬৮৯২০	৬৯১৪৪	৮৭১৯৯	৮৭৯৯০	১৩৯০৭৮	তথ্য পাওয়া যায় নি।
কাগজপত্র	৭৫১৫	৯৬৮	৯১২৬	১১৩৪	১১৫৫৯	
মোড়ক	১৬০৭	১১২২	২১৮৯	১৭১৫	১১২৮	
বই	২৩৯৩	১২৮	১৩৬৪	১৪৮	৪১৫১	
মোট	৮০৪৩৫	৭১৩৬২	৯৯৮৭৮	৯০৯৮৭	১৫৫৯১৬	

বিষয়	১৮৬১-৬২ খ্রীঃ	১৮৬৫-৬৬ খ্রীঃ	১৮৭০-৭১ খ্রীঃ
স্ট্যাম্প বিক্রয়	£ ২৯৩ ০ ৭	£ ৬০৩ ১৫ ৮	£ ৭৮৬ ২ ১১
নগদ সংগ্রহ	£ ৩৩৯ ১৪ ১০	£ ২৮৭ ৫ ১০	£ ৬৯৩ ৪ ১১
মোট অর্থ	£৬৩২ ১৫ ৫	£ ৮৯১ ১ ৬	£ ১৪৭৯ ৭ ১০
মোট খরচ	£ ১৬৪৬ ০ ৯	£ ১৫১৬ ১৫ ৭	£ ২৪২৭ ১০ ৯

উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে ১৮৬১-৬২ খ্রীঃ যেখানে মোট ৮০৪৩৫ টি চিঠি, কাগজপত্র, মোড়ক, বই গৃহিত হয়েছিল, যেখানে ১০ বছরের মধ্যে তা পৌঁছায় ১৫৫৯১৬ (১৮৭০-১৮৭১ খ্রীঃ) অর্থাৎ ১০ বছরে ৭৫৪৮১ ডাক গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর অন্য দিকে ১৮৬১-৬২ খ্রীঃ চিঠি, কাগজপত্র, মোড়ক, বই ডাকবিভাগ থেকে প্রেরণও বৃদ্ধি পেয়েছিল, ১৮৬১-৬২ খ্রীঃ যা ৭১৩৬২ ছিল, তা ১৮৬৫-৬৬ খ্রীঃ নাগাদ পৌঁছায়

৯০৯৮৭ তে, অর্থাৎ ৫ বছরে ১৯৬২৫ সংখ্যাক উক্ত সংখ্যাক সামগ্রী প্রেরণ বৃদ্ধি পায়। ডাকবিভাগ থেকে চিঠি, কাগজপত্র, মোড়ক, বই প্রেরণ বৃদ্ধি পাওয়ার পিছনে অনেক কারন আছে। আর তার জন্য ঔপনিবেশিক মেদিনীপুর জেলাতে সমসাময়িক কালে প্রতিষ্টিত হওয়া একাধিক নতুন নতুন প্রতিষ্টানের কথা বলা যায়। ডাক বিভাগের দ্বারা প্রেরিত চিঠির প্রকৃতিকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন, প্রশাসনিক চিঠি, বিদ্যালয়ের চিঠি, ব্যবসায়িক চিঠি, ব্যক্তিগত চিঠি ইত্যাদি। জেলাতে আদালত ছাড়াও একাধিক কেন্দ্রীয় জেল ও মহকুমা জেল ছিল। এই জেলাতে সমসাময়িক কালে তৈরি কয়েকটি পৌর সভা হল মেদিনীপুর (১৮৬৫ খ্রীঃ), তমলুক (১৮৬৪ খ্রীঃ), রামজীবনপুর (১৮৭৬ খ্রীঃ), চন্দ্রকোনা (১৮৬৯ খ্রীঃ), খড়ার (১৮৮৮ খ্রীঃ), ক্ষীরপাই (১৮৭২ খ্রীঃ), ঘাটাল (১৮৬৯ খ্রীঃ)।[viii] ১৯ শতকের মাঝামাঝি এই জেলা বিভিন্ন ব্যবসায়ে উন্নত ছিল বিশেষত লবণ কারবারে। দুটি বড় লবণ বিভাগ ছিল, যথা হিজলী সল্ট এজেন্ট ও তমলুক সল্ট এজেন্ট।[ix] ১৮৫০-১৮৫২ খ্রীঃ এর মধ্যে তমলুক সল্ট এজেন্ট এর অধীন তমলুক, মহিষাদল, অরঙ্গানগর, জলামুঠা, গুমগড়, পরগনাতে উৎপাদিত লবনের পরিমাণের তালিকা হেনরি সি হেমিল্টনের রচনায় পাওয়া যায়।[x] চিঠি, কাগজপত্র, বই প্রেরণ এর সংখ্যা বৃদ্ধি মেদিনীপুর জেলার শিক্ষার হার বৃদ্ধির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। মেদিনীপুর জেলার কতগুলি সমসাময়িক কাগজপত্র হল 'Midnapore and Hijii Guardian'(১৮৫১ খ্রীঃ), মাধবী, মাসিক সুদর্শন, মেদিনীপুর সমাচার (১৮৭৭ খ্রীঃ), জনমত, ইত্যাদি।[xi] এই প্রসঙ্গে জেলার শিক্ষার হারের বৃদ্ধিটিও লক্ষণীয়। ১৮৫৬-৫৭ খ্রীঃ এ যেখানে সমগ্র মেদিনীপুর জেলাতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ১৪ টি ছিল, তা ১৮৭০-১৮৭১ খ্রীঃ এ বেড়ে হয় ২২৩ টি। মেদিনীপুর শহর ছাড়াও কাঁথি, তমলুক, ও ঘাটালে গ্রন্থাগার প্রতিষ্টিত ছিল।পাশাপাশি ডাক পরিষেবা থেকে সরকারের আয় ও খরচ বেড়ে ছিল। ১৮৬১-৬২ খ্রীঃ যেখানে ডাক বিভাগের আয় প্রায় £ ৬৩২ ছিল (স্ট্যাম্প বিক্রয়, নগদ সংগ্রহ), তা ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ গিয়ে পৌঁছায় প্রায় £ ১৪৭৯ অর্থাৎ ১০ বছরে বেড়ে হয় £ ৮৪৭। আবার ১৮৬১-৬২ খ্রীঃ যেখানে ডাক বিভাগের খরচ প্রায় £ ১৬৪৬ ছিল ,তা ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ গিয়ে পৌঁছায় প্রায় £ ২৪২৭ অর্থাৎ ১০ বছরে বেড়ে হয় £ ৭৮১। মোটামুটি ডাক পরিষেবায় আয় ও ব্যয় এর ভারসাম্য ছিল।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ডাকের মাধ্যমে চিঠি, কাগজপত্র, বই, মোড়ক ইতাদির স্থানান্তরনের প্রবণতা আরও ক্রমবর্ধমান হয়েছিল। যা আমরা এল. এস. এস ও'ম্যালাই এর বিবরণ (১৯১১ খ্রীঃ) থেকে জানতে পাই। ১৮৬৫-৬৬ খ্রীঃ সমগ্র জেলাতে যেখানে ৯০৯৮৭ টি সামগ্রী ডাক বিভাগের দ্বারা পাঠানো হয়েছিল, তা ১৯০৮-০৯ খ্রীঃ গিয়ে পৌঁছায় ৪৩২৪৮৬৬ টিতে (যার মধ্যে চিঠি ১৪৯৭৭৫৬, পোস্টকার্ড ২০১২৫৩০, প্যাকেট ২৮০৮৭৮, কাগজ ৪৭০৩১৪ , মোড়ক)।[xii] এই ব্যাপক জনপ্রিয়তার একটি সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেলাতে রেল ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল। এই জেলাতে রেল ব্যবস্থার সূচনা হয় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা। ১৯০১ খ্রীঃ খড়্গপুর একটি জংশন স্টেশন হিসাবে স্থাপিত হয় এবং এর মাধ্যমে বোম্বাই ও কলকাতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ।[xiii] পাশাপাশি মেদিনীপুর জেলাতে স্কুল এর সংখ্যাও আগের থেকে অনেক বেড়েছিল। ১৯০৮-১৯০৯ খ্রীঃ সারা জেলাতে সব ধরনের স্কুল সংখ্যা ছিল ৪৩৯২ টি।[xiv] প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে থানার সংখ্যা ছিল ১৯০৯ ছিল ২৬ টি ,[xv] যা ১৯৫১ খ্রীঃ এগিয়ে পৌঁছায় ৩৪ টিতে।[xvi] এই ভাবে থানা, স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও নানান ব্যবসায়িক উন্নতি ডাক পরিষেবার জনপ্রিয়তাকে বৃদ্ধি করেছিল। ডাক বিভাগ স্থানীয় ব্যাংক হিসাবেও কাজ করতো। ও'ম্যালাই এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১১ খ্রীঃ ডাকবিভাগে মোট জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৭১৯৭২ টাকা এবং গ্রাহকের সংখ্যা ছিল ১২৪২৮ জন। ডাকবিভাগগুলি টেলিগ্রাফ অফিসের ভূমিকা পালন করতো। ১৯১১ খ্রীঃএ ১১ টি ডাক টেলিগ্রাফ অফিস হল মেদিনীপুর, চন্দ্রোকোনা, এগরা, কাঁথি, গড়বেতা, ঘাটাল, ক্ষীরপাই, কোলা, মেদিনীপুর সিভিল কোর্ট, পাঁশকুড়া, ও তমলুক।[xvii]

মেদিনীপুর জেলার পার্শ্ববর্তী দুই জেলা যথা, বাঁকুড়া ও হাওড়া জেলার থেকে ডাক পরিষেবায় মেদিনীপুর এগিয়ে ছিল। ১৯০৭-০৮ খ্রীঃ নাগাদ সমগ্র হাওড়াতে ৭০ টি ডাক অফিস ছিল এবং ১৮৯ মাইল এলাকা ডাক পরিষেবার আওতায় আনা গিয়েছিল।[xviii] অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলাতে ১৯০৬-০৭ খ্রীঃ নাগাদ ৬৭ টি ডাক অফিস ছিল এবং ৪০০ মাইল এলাকা ডাক পরিষেবার অধীনে ছিল।[xix] ১৯০৮-০৯ খ্রীঃ মেদিনীপুর জেলাতে ১৪৪ টি পোস্ট অফিস ও ৭৪৪ মাইল এলাকা ডাক পরিষেবার আওতায় আনা গিয়েছিল।।অবশ্য মোট সরবরাহকৃত সামগ্রীর বিচারে হাওড়া জেলা অন্য দুই জেলা থেকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ও হাওড়া জেলার ডাক পরিষেবার সাহায্যে মোট স্থানান্তারিত সামগ্রীর সংখ্যা হল যথাক্রাম ৪৩২৪৮৬৬ টি (১৯০৮-০৯ খ্রীঃ), ১৯৫১৪৮২ টি (১৯০৬-০৭ খ্রীঃ), ৫৪৩১০০০ টি (১৯০৭-০৮ খ্রীঃ)। ডাক পরিষেবার অধীন এলাকার বিচারে মেদিনীপুর বড় (৭৪৪ মাইল) ছিল। এই জেলাতে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে থেকে অবশ্য ডাক কেন্দ্রের সংখ্যা স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত একই রকম (১৪৪ টি) ছিল। যার মধ্যে সদর মহকুমার অধীন মেদিনীপুর থানাতে ডাক ঘরের সংখ্যা ছিল বেশি (১৪ টি) ।[xx] সমগ্র জেলা জুড়ে ডাক পরিষেবার সুবিধার সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ভাবে ঔপনিবেশ পর্বে মেদিনীপুর জেলাতে একটি সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত, সুবিস্তিত ডাক পরিষেবার পরিচয় পাওয়া যায়, যা জেলার যোগাযোগ পরিকাঠামকে উন্নত করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের পাশাপাশি জনসাধারনের কাজেও সহায়ক হয়েছিল ডাক পরিষেবা, বিশেষত প্রশাসনিক কাজে। দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল ডাক পরিষেবা। বর্তমানের 'সামাজিক মাধ্যম' এর যুগে মোবাইল এর দ্বারা বার্তা বিনিময় হলেও তার মধ্যে কৃত্রিমতার ছাপ লেগে থাকে, আর সেখানে ডাক পরিষেবার সাহায্যে লভ্য চিঠি অনেক বেশি আন্তরিকতার ও বিশ্বস্ততার অনুভূতি এনে দেয়।

তথ্যসূত্র-

[i] Mohini Lal Mazumdar, The Imperial Post Offices of British India: 1837-1914, Vol-1. Calcutta, Phila Publications, 1990, pp.6 and 233.

[ii] Post Office, Posts and Telegraphs Manual, Vol-VI (Second Edition), New Delhi, Manager Government of India Press, 1941, p.74.

[iii] Gokulananda Patro, Post and Telegraphic Communication in Colonial Odisha- A Critical Analysis. Vol.08, Issuse.01, International Journal of Development Research, (ISSN:2230-9926), January,2018, P.18381, URL: https://www.journalijdr.com

[iv] Ishita Banerjee-Dube, A History of Modern India, New Delhi, Cambridge University Press, 2019, P.118.

[v] Bipan Chandra, Modern India, New Delhi, National Council of Educational Research and Training, April, 1982, P.101.

[vi] Henry Ricketts, Report on the districts of Midnapore (including Hijelee) and Cuttack, Calcutta, John Gray "Calcutta Gazette" office, 1858, P.45.

[vii] W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal: Districts of Midnapore and Hugli (including Howrah), Vol-3, London, Trubner & Co., 1876, pp.185-186.

[viii] District Statistical Handbook: Midnapore -1970, Government of West Bengal, Bureau of Applied Economics and Statistic, 1973, P.XIV

[ix] যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস ,১ম ও ২ য় খণ্ড একত্রে, ভুমিকাঃ প্রণব রায়. কলকাতা, সদেশ, মে, ২০০৯, পৃঃ২৬৮-২৬৯.

[x] নগেন্দ্রনাথ রায়, ব্রিটিশ আমলে মেদিনীপুরের লবন শিল্প ও মলঙ্গি শ্রমিক বিদ্রোহ, মুখবন্ধঃ ড. প্রনব কুমার চট্টোপাধ্যায়, মেদিনীপুর শহর, ডাভ পাবলিশিং হাউস, জানুয়ারী,২০০৯, পৃঃ৬০-৬১।

[xi] প্রনব রায়, মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (পূর্ব ও পশ্চিম), চতুর্থ খন্ড, কলকাতা, সাহিত্য লোক, ডিসেম্বর, ২০১০, পৃঃ৪৫৯-৪৬০.

[xii] L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazetteers: Midnapore, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, (1911), pp.133.

[xiii] শ্যামাপদ ভৌমিক, খড়্গপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ক্রান্তিক প্রকাশনী ,আগস্ট, ১৯৯৪, পৃঃ১৩-১৪।

[xiv] L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazetteers: Midnapore, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, 1911, pp.159.

[xv] Imperial Gazetteer of India (Provincial Series): Bengal, Vol-1, Calcutta, Superintendent of Government Printing,1909, p.311.

[xvi] A. Mitra, (Superintendent of Census Operation), (Census 1951), West Bengal: District Handbooks (Midnapore), Alipore, West Bengal Government Press, 1953, p. i.

[xvii] L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazetteers: Midnapore, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, 1911, pp.133-134.

[xviii] L.S.S. O'Malley and Monmohan Chakravarty, Bengal District Gazetteers: Howrah. Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, 1909, pp.127.

[xix] L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazetteers: Bankura, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot,1908, pp.122.

[xx] A. Mitra, (Superintendent of Census Operation), Census 1951, West Bengal: District Handbooks (Midnapore), Alipore, West Bengal Government Press,1953, p. 219.